OPEN ACCESS Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 229 - 235
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 229 - 235
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

আবুল বাশারের ‘একটি কালো বোরখার রহস্য’ : বোরখার অন্তরালে সুরক্ষিত নারীজীবন

জিনিয়া পারভীন
Email ID : jiniaparveen1988@gmail.com

Received Date 21. 09. 2024
Selection Date 17. 10. 2024

Keyword
Raped girl, Practice of veil, Development of femininity, Writer's ideology, Connotation of harmony.

Abstract
Postmodern novelist Abul Basar has presented the muslim life and society of Bengal. He has narrated the unenlightened world of women in the narrative of the novel 'Ekti Kalo Borkhar Rohosso'. the veil is related to the main story of the novel where the society cannot guide the raped girl. but the practice of veil in her everyday life provides a way of living. although the veil plays an unfavorable role in the human development of femininity in muslim society. This veil allowed women to live without a society surrounded by a hundred prohibition. This veil also played a great role in the life of hindu women. Here the writer's ideology has opted for an openly supportive role. The veil has also played a crucial role in the connotation of harmony.

Discussion

রাঢ়বঙ্গের ঔপন্যাসিক আবুল বাশার রাঢ়ভূমির মুসলিম সমাজের অন্তঃপুরের চালচিত্র, বিশেষত নারীর অনালোকিত ভুবনের অন্তঃস্বরকে উপন্যাসের আখ্যানের প্রতিবেদনে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। একজন নারী আর একজন পুরুষ এতেই পূর্ণতা। দুজনের চেতনার সীমাটি পার হয়ে দুজনের সম্মিলিত মেধা-মননে একটি সৃষ্টি পৌঁছে যায় আবহমানতায়। মুসলমান সমাজের নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ আবুল বাশার যখন গল্প-উপন্যাস রচনা করেন তখন তিনি যে নারীকে তুলে ধরেন তাঁদের অনেকেই পুরুষকেন্দ্রিকতাকে আক্রমণ করেছে। নিঃসঙ্গ জীবনের যন্ত্রণা নিয়ে ট্র্যাডিশনের কারাগারে আবদ্ধ থেকে নারীরা গুমরে মরেছে, কখনও মুক্তির স্বাদ পায়নি। অথচ, এই নারীরাই একইসঙ্গে সুগৃহিণী, মমতাময়ী বধূ এবং সহৃদয় জীবনসঙ্গিনী। যে নারীর এত গুণ সেই নারী আজও পুরুষতন্ত্রের কাছে পদদলিত। এই নিঃস্ব, রিক্ত, সর্বহারা নারীদের কথা বলতে গিয়ে আবুল বাশার বলেন,

> “পুরুষতন্ত্র তো যৌনদাসী করে রাখতে চেয়েছে মেয়েদের। যৌনদাসত্ব থেকে মুক্তি আজও মেয়েরা পায়নি।”[১]

এই কল্যাণময়ী নারীদের অন্তঃস্বরের কথা আবুল বাশার অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে, সহমর্মী হয়ে উপন্যাসের আখ্যানে ব্যক্ত করেছেন। চেতনার অবমূল্যায়ন, মিথের নতুনায়ন, ভোগবাদী জীবনসর্বস্বতা, প্রান্তিক মানুষের জীবনকথা রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম সমাজের ধর্মীয় গোঁড়ামি, নারীর নিপীড়ন, মুসলিম সমাজের অন্তঃপুরের চিত্র এসবই আমরা আবুল বাশারের কথাসাহিত্যে দেখতে পাব,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 229 - 235
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "এদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেকটাই আবৃত অপরিচয়ের অবগুণ্ঠনে। উত্তর-সত্তর কয়েকজন লেখক এই অপরিচয়ের ব্যবধান দূর করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। যাদের মধ্যে আবুল বাশার, আফসার আহমেদ।"[২]

তিনি নারীর অন্তঃস্বরকে রূপ দিতে গিয়ে শালীনতার মাত্রা অতিক্রম করেননি। শালীনতার মাত্রা না ছাড়িয়েও যে নারীর শোষণ-বঞ্চনা, প্রতিবাদের চিত্র অঙ্কন করা যায় এই ব্যাপারে আবুল বাশার যেন সিদ্ধহস্ত।

আবুল বাশারের সমাজকেন্দ্রিক উপন্যাস 'একটি কালো বোরখার রহস্য'। দুটি নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে উপন্যাসের কাহিনি। নদী এই উপন্যাসের নিয়তি। মানুষের জীবন-মৃত্যুর সাক্ষী নদী। কথকের ছোটো থেকে বড় হয়ে ওঠা এই নদীকেই কেন্দ্র করে। উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে ধর্ষিতা নায়িকার ধর্মান্তরীকরণ ও বোরখার আড়ালে সমাজের চোখ থেকে নিজেকে ঢেকে ফেলার মধ্যে। ধর্ষিতা হওয়ার পর নায়িকার জীবন যখন সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন এক মুসলিম পরিবারে আশ্রয় নিয়ে কলমা পড়ে মুসলিম হয় সুপর্ণা। সুপর্ণা মুকুটি হয় বেগম রোকেয়া। নিজের ভালোবাসাকে ত্যাগ করলেও মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। তাই প্রতিদিন ভোরে নিজের ভালোবাসার দ্বারে অঞ্জলি দিয়ে এসেছে সুপর্ণা ওরফে বেগম রোকেয়া। শেষ পর্যন্ত নিজের ভালোবাসার কাছে ধরা দিয়ে বোরখা থেকে বেরিয়ে আসে সুপর্ণা। আরও একবার ধর্মান্তর শুরু হয় সুপর্ণার।

নদীকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে উপন্যাসের কাহিনি। ভৌরব ও ভাগীরথী এই দুটি নদীকে ঘিরেই নায়ক ও নায়িকার জীবনের অধ্যায় রচিত হয়েছে। তাই তাদের মুখেই নদী দুটির কথন শোনা যাবে। গল্পের নায়ক অণি অর্থাৎ অনুভব, ছেলেবেলা থেকে নদীই তাঁর নেশা। গল্পে যখন আমরা নায়ককে পাই তখন বছর আষ্টেক তাঁর বয়স। ছেলেবেলায় বাবা, মা হারানো অণি তাঁর দিদি লাবণ্যপ্রভার কাছে মানুষ। নদীর প্রতি এতই টান যে, একবার জলে নামলে তাঁকে আর ডাঙায় ফেরানো দায়। ঠান্ডা লেগে বিপত্তি ঘটালে তাঁর দিদি লাবণ্যপ্রভাকেই ছুটতে হয় ইসলামপুরের তালুকদার ডাক্তারের কাছে। ঔষুধ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কথা হয় ডাক্তারের সঙ্গে লাবণ্যের। ভায়ের নামে নালিশ করে, ভাইয়ের দুরন্তপনার কথা বলে। রুগির সাথে গল্প করা ননী ডাক্তারের স্বভাব হলেও লাবণ্যের সাথে **তাঁর** একটু বেশিই বন্ধুত্ব। কারণ "লাবণ্যের ভাই ক্লাসের ফার্স্ট বয়।"[৩] লাবণ্যের কথায় তাঁর ভাই জলের শুশুক। আর অণি বলে,

> "নদীটা শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে। শুশুক হচ্ছে নদীর ফুসফুস।"[৪]

কি অসাধারণ কল্পনাশক্তি হলে তবেই বছর আটের একটি ছেলে এমন কথা বলতে পারে। নদীই হচ্ছে তাঁর প্রাণ। ভরা বর্ষায় এই বয়সেই অর্ধেক নদী সাঁতরে চলে যায়। এরকম এক নদীকে ঘিরে নায়ক অনুভব মুখোপাধ্যায়ের জীবন শুরু হয়। আর সেই জীবনকে পাহারা দিয়ে লালন করে দিদি লাবণ্যপ্রভা চক্রবর্তী।

আষাঢ়-শ্রাবণে নদীর জল বেড়ে কানায় কানায় হয়ে যায়। এমন এক বিকেলে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে অণি এক ভিন গাঁয়ের লোককে বৈকালিক নামাজ পড়তে দেখে। ভয় হয় তাঁর যে, নদীর করাল গ্রাসে সে যেন তলিয়ে না যায়। মনে আশঙ্কা জাগে এই বারো ঘরের ছোটো মসজিদটাও যদি জলের তলায় তলিয়ে যায়। ভীত-সন্ত্রস্ত অণি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে আল্লার দরবারকে বাঁচানোর জন্য। মসজিদের নামাজ পড়া শেষ হয় সেই সঙ্গে সঙ্গে দূর গাঁয়ের গোপাল আনসারিরও নামাজ পড়া শেষ হয়। চুটের ধারে ঝুলতে থাকা বারোঘরের শিশা মসজিদ দেখে গোপাল আনসারির মনে হয়, "মসজিদটা ই-বার যাবে।"[৫] মুখের কথা তাঁর সত্য হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরেই চুট-টি ভেঙে তলিয়ে যায় বারোঘরের শিশা মসজিদটি। সেই সঙ্গে চাকরি খুইয়ে পাগলের মতো জলে ঝাঁপ দেয় নিবাস। হাহাকার শোনা যায় গোপালের কণ্ঠে। নিজেকে **তাঁর** চরম দোষী বলে মনে হয়।

হিন্দুর ছেলে হয়েও নামাজের ব্যাপারে সমস্ত কিছু জানে অণি। গোপাল খানিক অবাক হয় এতে। অণি জানায় মুনশি পাড়ার মকবুল হাসান তাঁর বেস্ট ফ্রেন্ড। তাই নামাজের ব্যাপারে তাঁর সব জানা। গোপালের সঙ্গে অণির বাক্যালাপ চলতে থাকে। অণিকে গোপাল আব্বা বলে সম্বোধন করে। আনসারির সিজদা করা মাটিতে ফাটল দেখে অণি। মুহূর্তে গোপালকে সরে যেতে বলে। তারপরেই দেখা যায় সেই অমোঘ দৃশ্য। নদী গর্ভে তলিয়ে যায় আনসারির সিজদা করা মাটি। হাহাকার জেগে ওঠে ভৌরবের পাড়ে। অনুভবের মনে হয় যে নদী মানুষকে এত দুঃখ দেয় সেই নদীকেই ভালোবেসেছিল সে।

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 229 - 235
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অণি ও মকবুল দুজনেই বড় হয়েছে। একাদশ শ্রেণিতে পড়ে এখন তাঁরা। নায়কের নদীকে দেখার চোখ বদলালেও, বালক কালের সরল মুগ্ধতাও তাঁর দেখার ভিতর রয়ে গেছে। নদীর প্রতি তাঁর রাগ জন্মেছে, অভিশাপও দেয় সে নদীকে, কিন্তু ভিতর থেকে নদীর প্রতি সেই টান এখনও রয়ে গেছে। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে নদীর 'খপখপ' শব্দ শোনে - "এই ভাষা যেন এক করারই সংকেত।"[৬] বারোঘরার মুসলিম গ্রামকে গ্রাস করেছে ভৈরব। অণির চিন্তা হয় পাল মশায়ের দান করা জমিতে আবার যে বারোঘরার কলোনি গড়ে ওঠেছে তা যেন ভৈরব আর কেড়ে না নেয়। অণির এই চিন্তাতে মকবুল বলে সে নাকি শুধু ভেবে মরে। অণির এ ভাবনা যে নিতান্ত মিথ্যা নয় সে কথা জানে মকবুল। ভৈরবের তীরে তাঁরা দুজনে সূর্যাস্ত দেখে। স্রোতের উজানে নৌকা বয়ে যেতে দেখে তাঁদের মন আহ্লাদে ভরে ওঠে। কিন্তু কষ্ট হয় তখন, যখন সূর্যাস্তের আলোয় রাঙা ভৈরবের জলে ভেসে আসে লাশ। এই নদীকে সাক্ষী থাকতে হয় সব কিছুর, মানুষে মানুষে হিংসা, তার ফলে খুন করে ফেলে দেওয়া লাশের বা ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্বে অর্ধমৃত ভাইকে নদীর জলে ফেলে দেওয়ায়।

অণির বয়স চল্লিশ ছুই ছুই। সে এখন একশো বছরের পুরানো ডিস্ট্রিক লাইব্রেরির হেড লাইব্রেরিয়ান। স্মৃতি তাঁর সঙ্গে খেলা করছে। শৈশব, কৈশর মনে থাকলেও অতীত সে ভুলে যাচ্ছে –

"সে এখন বইয়ের নিঃসঙ্গ আত্মার ঘুমন্ত হরফে বন্দী।"[৭]

একাকী অনির দিন কাটে জীবনানন্দের কবিতা আবৃত্তি করে। অসাধারণ বাচিক শিল্পী সে। চাকরি করে দেড় কাঠা জমির ওপর একতলা বাড়ি করেছে অণি। গোটা বাড়ি বই-এ ঠাসা। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র, জীবনানন্দ বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো। দেওয়ালে রয়েছে দুটি নারী মুখের বাঁধানো ফটো। একজন **তাঁর** দিদি লাবণ্য চক্রবর্তী আর অন্য জন সুপর্ণা মুকুটি।

বাবা-মাকে ছেলেবেলায় হারিয়ে দিদি লাবণ্যের কাছে মানুষ অণি। দিদি তাই তাঁর কাছে মায়ের সমান। আর সুপর্ণা সেও ছেলেবেলায় বাবা-মাকে হারিয়ে মামার বাড়িতে মানুষ। মামির অযত্ন থাকলেও মামার আদরের মানুষ সুপর্ণা। মামা চাইত সুপর্ণা পড়াশোনা করুক, মানুষের মতো মানুষ হোক। মাধ্যমিক পাশের পর মামাতো বোনের বিয়ে হয়ে যায়, আর মামার ছেলে শশী উচ্চমাধ্যমিক পাশ করলে ব্যবসার কাজে হাত লাগাতে বলে। মামি হৈমবতী আর প্রতিবাদ করতে পারেনি ছেলে-মেয়ের রেজাল্ট দেখে। মামি তখন নিজেই চেয়েছিল সুপর্ণা পড়াশোনা করে ডেপুটি হোক। অনুভবকে সুপর্ণার পার্মানেন্ট গৃহশিক্ষক রাখার পরামর্শ দেন মামি নিজেই। মামা সনাতন অনুভবকে দায়িত্ব দেয় তাঁর ক্লাসে ফার্স্ট গার্ল ভাগ্নি যেন দ্বিতীয় না হয়। এরই মাঝে সুপর্ণার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে অনুভবের। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে কলেজে ইতিহাস অনার্স নিয়ে পড়ে এখন সুপর্ণা। পার্ট ওয়ানের রেজাল্টের দিন ফোন করে অনুভবকে খবর জানিয়ে সন্ধ্যায় তাঁকে নিতে আসার দায়িত্ব দেয়। কিন্তু সেই রাত্রে অনুভব আর বাঁচাতে পারেনি সুপর্ণাকে, নারীমাংসলোলুপ ধর্ষকগুলোর হাত থেকে। অনুভবকে ভাই বলে সম্বোধন করলেও সুপর্ণাকে ছাড়েনি তারা। ওই দলে ছিল এম. এল. এ –এর ভাইপো খোকনচাঁদ বড়াল। অনুভবের মাথায় ঘা মেরে ফেলে রেখে সুপর্ণাকে ধর্ষণ করে ফেলে দেয় নদীর জলে।

নদীর জলে ভেসে গিয়ে সুপর্ণা ওঠে সরিষাবাদের ঘাটে। সেখানে সুপর্ণার ধর্ষিত জীবনের অন্য গল্প শুরু হয়। সে আশ্রয় নেয় এক ধার্মিক মুসলমান পরিবারে। সুপর্ণা তাঁর পরিচয় গোপন করে। সে জানতে দেয় না সে হিন্দু পরিবারের মেয়ে। তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করলে সে জানায় তাঁর নাম বেগম রোকেয়া। তাই মুসলিম পরিবারের রীতি অনুসারে তাঁকে বোরখা পরতে হয়। ধর্ষিতা মেয়ে সমাজের চোখে নিজেকে লুকিয়ে রাখে বোরখার আড়ালে। পরিবারের নতুন কর্তা, কর্ত্রীকে আব্বা, আম্মা বলে ডাকতে শুরু করে। সুপর্ণার নতুন আব্বা তাঁর সম্পর্কে সব সত্য জানলেও সে তাদের সাথেই থেকে যেতে চেয়েছে। কলমা পড়ে ধর্মান্তরিত হয়েছে। নতুন ধর্মে এসে সে তাঁর ভালোবাসার মানুষ অনুভবকে ভোলেনি। বোরখার আড়ালে থেকেই প্রতিদিন ভোরে তাঁর ভালোবাসার দ্বারে অর্ঘ্য দিয়ে গেছে। শেষ অবধি ভালোবাসার মানুষের কাছে ধরা দিয়ে বোরখা ছেড়ে আরও একবার ধর্মান্তর শুরু হয় সুপর্ণার।

আবুল বাশারের 'একটি কালো বোরখার রহস্য' উপন্যাসে কাহিনির জটিলতা তৈরি করেননি। উপন্যাসে দুটি ধর্মের সহাবস্থান দেখালেও স্বীয় ধর্মের সমালোচনা করেননি। 'বোরখা' উপন্যাসের মূল কাহিনির সঙ্গে জড়িত। উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য বা কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করেছে। সমাজ যেখানে একটি ধর্ষিতা মেয়ের উত্তরণের পথ দেখাতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 229 - 235
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পারে না সেখানে অন্য ধর্মের একটি প্রথা 'বোরখা' উত্তরণের পথ দেখায়। সাধারণত মুসলিম সমাজে বোরখা নারীত্বের মানবিক বিকাশের প্রতিকূল ভূমিকা নিলেও এখানে দেখতে পাচ্ছি লেখক বোরখাকে নিয়েই এক রহস্য ঘনিয়ে তুলতে চেয়েছেন। সেই রহস্যের ঘেরাটোপে একটি মানুষ একটি নারী, একটি জীবন, একটি প্রেম লালিত হবার সুযোগ পেল। বেঁচে থাকার সুযোগ পেল। এই বোরখাই একটি সমাজ ছাড়া নারীকে শত বাধা নিষেধের ঘেরাটোপেও বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিল। নায়িকার প্রেম পরিণতির নিয়ন্ত্রিত আধার হয়ে এই বোরখাই হিন্দু নারীর জীবনে বিরাট ভূমিকা পালন করল।

আবুল বাশারের 'একটি কালো বোরখার রহস্য' গোত্র হিসেবে উপন্যাস। কিন্তু উপন্যাস বলতে আমরা যা বুঝি, আকারে বৃহৎ হবে এবং অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ থাকবে এখানে এই দুটিই অনুপস্থিত। লেখক তাই খুব সচেতনভাবেই উপন্যাসের শুরুতে এটিকে গল্প বলে আখ্যায়িত করেছেন। উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায় ঔপন্যাসিক বলেছেন,

> ১. অনেক 'গল্পের' নিয়তিই হচ্ছে নদী। নদী না থাকলে গল্পটাই না। এ কথা বুঝতে হলে গল্পের শেষে যেতে হবে। ফের গল্পের গোড়ায় যেতে হবে। কিন্তু তার আগে গল্পটা রয়েছে মাঝপথে। যেমনটা অনেক 'গল্পের' ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে।"[৮]
>
> ২. "গল্পটার একজন লেখক থাকলেও গল্পটির কথকতার শুরুয়াত করেছে গল্পের নায়ক। তারপর আত্মকথা শোনাবে 'গল্পের' নায়িকা।"[৯]
>
> ৩. "নদী এই 'গল্পে' একটি নয় দুটি। গল্পটির প্রথম নদী ভৌরব।"[১০]

ভাগীরথীর তীরের দুই শহর লালবাগ ও বহরমপুরের কিনারা ছুঁয়ে আছে এই গল্প। নদীতীরের গ্রামগুলির দুই জাতির দুই জনজীবনের কথা এই উপন্যাসে ফুঠে ওঠেছে। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ অবধি হিন্দু ও মুসলমানের সম্প্রীতির যে সুর তার ধ্বনি যেন স্পষ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে আবুল বাশারের এই উপন্যাসে। ধর্মনিরপেক্ষতার পাশাপাশি মানুষের জনজীবনকে কেন্দ্র করে তিনি উপন্যাস লিখতে ভালোবাসতেন তার স্পষ্ট ছাপও ফুটে উঠেছে এখানে। হিন্দু ও মুসলিম এই দুই ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাস। দুই ধর্মের মানুষের তাঁদের বিপরীত ধর্মের প্রতি যে শ্রদ্ধা-তা-ই যেন উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ অবধি ফুটে উঠে এক অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। গল্পের নায়ক অনুভব হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হলেও তাঁর প্রিয় বন্ধু মুসলিম পরিবারের মকবুল হাসান। কিন্তু পাঠক তখনই অবাক হন, যখন অনুভব ভিনগাঁইয়ের বিক্রেতা গোপাল আনসারিকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নাম বলে দেয়। বারোঘরের আমল নামা সমস্তটাই জানা অনুভবের।

উপন্যাসে লেখক ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বের দিক সুস্পষ্ঠ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। চুটের ধারে ঝুলতে থাকা শিশাডাহার ছোটো মসজিদটা দেখে গোপাল বলে 'মসজিদটা-ই বার যাবে'। নদীর করালগ্রাসে সত্যি মসজিদটা তলিয়ে যায়। আত্মদ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে গোপাল। আল্লার কাছে বারবার ক্ষমা চাইতে থাকে। গোপালের কষ্ট, পাপবোধ আরও বেড়ে যায় যখন দেখে সেই মসজিদে নামাজ পড়ার চাকরি হারিয়ে তাঁরই মামাতো ভাই নিবাস নদীর জলে ঝাঁপ দেয়। খোদার কাছে নিজের গুনাহ্ কবুল করে ক্ষমা চেয়েছে সে। তবু অন্তর্দ্বন্দ্বতা থেকে মুক্তি পায় না গোপাল। তাই নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

বাঙালি জাতি যে ভাষাগত দিক থেকে এক হলেও ধর্মগত দিক দিয়ে যে এখনও এক হতে পারেনি তারই উদাহরণ আবুল বাশার তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। অণি তার বন্ধু মকবুলকে বলেছে –

> "বারোঘরায় তো একটিও হিন্দু নেই,"[১১]

আবার মকবুলও বলেছে-

> "তোরা যে রথতলায় থাকিস, সেখানে একটিও মুসলমান নেই।"[১২]

এভাবেই গ্রামভিত্তিক হিন্দু-মুসলমান আলাদা হয়ে গিয়েছে। লেখক সঙ্গে সঙ্গে তুলে ধরেছেন যে, সবার অবচেতনে সাম্প্রদায়িকতা সুপ্ত নেই। তার উদাহরণ পাল মশাই। বারোঘরের সব মুসলিমদের আশ্রয়ের জন্য তিনি তার তিন বিঘা জমি দান করে দেন। সমাজের উঁচু সম্প্রদায় অর্থাৎ বাবু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতা বিরাজমান সেই কথা নায়কের মুখ দিয়ে লেখক বলিয়েছেন। গ্রাম-জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলি তুলে ধরেছেন লেখক। জমির আল কাটা নিয়ে

ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব, হাঁসুয়ার কোপ মেরে ভাইয়ের পেট কেটে ফেলার মতো সাংঘাতিক দৃশ্যও নায়ক তথা পাঠককেও আতঙ্কিত করে।

জীবন ও জীবিকার দিকটিও সুস্পষ্ঠ ভাবে উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। পাঠাগারে একটি চাকরি নিয়েছে নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্যে, কিন্তু পাঠাগারে পাঠকের অভাব। কালেভদ্রে দু-একটা পাঠক আসলে তার সঙ্গে গল্প করেই সময় কাটে। কথকের এক সহকারী থাকলেও সারাদিন নিজের সোয়েটার বোনা, রুমালে ফুল তোলার কাজ করেই মাইনে পেয়ে যায়। মফস্‌সল অঞ্চলের সরকারি চাকরি ও চাকুরিজীবীর অবস্থা ফুটিয়ে তুলেছেন। নিঃসঙ্গ নায়ক নিজেকে বইয়ের মধ্যে বন্দি করে রেখেছে। একাকিত্বের জীবনে নিজেকে জাগিয়ে রাখতে জীবনানন্দ, নজরুলকে আউড়ে গেছেন। অনুভবের মনে পড়ে যায় তাঁর এই বাচিক শিল্প-স্বর পাগলের মতো ভালোবেসেছিল সুপর্ণা। সুপর্ণা এখন অনুভবের জীবনে নেই। কিন্তু তাঁর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা অনুভব এখন তাঁর হৃদয়ে লালন করে চলেছে। তাই তাঁর নিজের তৈরি বাড়িতে দিদি লাবণ্যের ছবির পাশে বাঁধানো সুপর্ণার ছবি। যে ভালোবাসা সুপর্ণার জন্য তৈরি হয়েছিল তা-ই এখনও লালন করে চলেছে অনুভব। সুপর্ণা অনুভবের ভালোবাসা, বিচ্ছেদ এবং পুনর্মিলনের মাঝে তৎকালীন সমাজ, সমাজে একজন ধর্ষিতার স্থান ও সমাজের মানুষের মানবিকতার চিত্র এঁকেছেন।

সমাজে নারীদের অসহায় অবস্থান সুপর্ণা চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক নেতাদের মদতে সমাজে ঘটেছে একের পর অমানবিক ক্রিয়াকলাপ। খুন, ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটিয়েও স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে সমাজের মুখোশধারী মানুষগুলো। আর শাস্তি ভোগ করেছে অনুভবেরা। তাই ধর্ষিতা হয়ে সমাজ ত্যাগ করতে হয়েছে সুপর্ণাকে। সে আর সমাজে ফেরার কথা ভাবেনি, কারণ সমাজ একজন ধর্ষিতাকে কখনও ভালো চোখে দেখে না। মিথ্যে পরিচয় দিয়ে নিজেকে ভিন্ন ধর্মের করে তুলতে চেয়েছে। সমাজের চোখে নিজেকে সরিয়ে রাখতে, বোরখার আড়ালে ঢাকতে চেয়েছে। একটি মুসলিম পরিবারে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে সেইভাবে খুব সহজেই। সুপর্ণা সেই সমাজে আর ফিরতে চায়নি যে সমাজে একজন ধর্ষিতার কোনও স্থান নেই, যে সমাজ তাদের ভালো চোখে দেখে না। কলমা পড়ে ধর্মান্তরিত হয়েছে। সমাজের কাছে না ফিরলেও নিজের ভালোবাসার প্রতি বারবার টান অনুভব করেছে সুপর্ণা। তাই সে ফিরে গিয়েছে অনুভবের কাছে। বোরখা খুলে ধরা দিয়েছে অনুভবের কাছে, নিজেকে আর আড়াল করে রাখতে পারেনি। আরও একবার ধর্মান্তর হয়েছে তাঁর জাতিগত ধর্ম থেকে ভালোবাসার ধর্মে।

আবুল বাশারের 'একটি কালো বোরখার রহস্য' উপন্যাস হিসেবে এক স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী। ধর্ম, শিক্ষা, রাজনীতি, ভালোবাসা, সাম্প্রদায়িকতা, মানবিকতা ও ঐক্যের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন তিনি তাঁর উপন্যাসে। খুব স্বল্প পরিসরে সমস্ত কিছু পাঠকের মন ছুঁয়ে যায়। সমাজে হিন্দু ও মুসলিম এই দুটি ধর্মের অবস্থানকে তুলে ধরেছেন। সাম্প্রতিক সময়ের সামাজিক অবক্ষয়, নারীর নিরাপত্তাহীনতা এই উপন্যাসের মূল বিষয়। এই মূল সমস্যাকেন্দ্রিক বিষয় থেকে উত্তরণের পথও দেখিয়েছেন লেখক উপন্যাসে। সমাজের অবক্ষয়, নারীর সাফল্যে সব কিছুর অবস্থান হয়তো হতে পারে নিয়ন্ত্রিত জীবনধারায় ত্যাগব্রতের পথে যদি অগ্রসর হওয়া যায়। এখানে বোরখা লেখকের ভাবধারা প্রকাশ্যে সহযোগী ভূমিকা নিয়েছে। রহস্য কথাটাকে কেন্দ্র করে কোনও থ্রিলার এখানে ঔপন্যাসিক আনতে চাননি, বরং এই নামকরণে তিনি একাধারে দেখিয়েছেন যথার্থ ভালোবাসা কখনও মরে না আর মুসলমান সমাজে বোরখা আরও অমূল্য সম্পদ। সম্প্রীতির বার্তা প্রসঙ্গেও বোরখা প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। অন্যান্য সব উপাদানকে বোরখা এই প্রসঙ্গে ছাড়িয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি, নারীর নিরাপত্তাহীনতা, ধর্ষিতা নারীর প্রতি সমাজের বিরূপ মনোভাব, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদর্শন উপন্যাসটিকে অনন্যতা দান করেছে।

অবশেষে যে প্রসঙ্গটি না বললেই নয়, আবুল বাশার তাঁর এই উপন্যাসে 'একটি কালো বোরখা**র** রহস্যের' আড়ালে যে সত্যটি প্রতিস্থাপন করতে চেয়েছেন তার কিছুটা ওনার একান্ত সাক্ষাৎকারে দেওয়া কিছু বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে স্পষ্টত ফুটে ওঠে। তিনি তাঁর উপন্যাসের বক্তব্য বিষয়ের আলোচনা ও গোঁড়া মুসলিমদের তীব্র বিরূপ সমালোচনা বিষয়ে ব্যথিত মনে বলেছেন "আমি আমার ধর্মকে খুব ভালোবাসি ও শ্রদ্ধা করি।" ধর্মের গোঁড়ামি ও ভিত্তিহীন **কুপ্র**থার বিরোধী তিনি। অধর্ম নয়, ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ প্রচার করতেই তিনি বারবার কলম ধরেছেন। বিশেষ করে, তিনি বলেছেন নারীজাতিকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 229 - 235
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শ্রদ্ধা করেন তিনি। লেখকের কথায়- "নারী পুরুষ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ মানুষ।" আর রইল বোরখার প্রসঙ্গ। বোরখা ইসলামে নারীর উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া একটি বিধান নয়। বোরখা যে নারীর বিশেষ অসহায় মুহূর্তে কিছুটা স্বস্তির আশ্রয়ও এনে দিতে পারে সে বিষয়টি বোঝাতেই তিনি উপন্যাসের নামকরণ 'একটি কালো বোরখার রহস্য' রেখেছেন। ইসলামের ইতিহাসে বোরখার অবতারণা বিষয়টিও তারই প্রমাণ দেয়। ইসলামের প্রচারের আগে থেকেই আরবে উচ্চশ্রেণির নারীদের সুরক্ষার জন্য অবগুণ্ঠনের প্রথা ছিল। ইসলাম প্রচারের সময় নবির পরিবারের নারীদের সুরক্ষার জন্য ও অন্যান্য সাধারণ নারীদের থেকে পৃথক করবার জন্য 'জিলবাব' বা পর্দার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু সেসময় 'তারুদ প্রথা'র জন্য সাধারণ দাস নারীর তেমন কোনও সুরক্ষা ছিল না, যে-কোনো সময় তাদেরকে ধর্ষিত হতে হত। পরবর্তীতে বেশ কিছু দাস নারী নবির কাছে তাদের নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ জানালে কোরানের ২৪ নম্বর সূরায় দাস তথা সাধারণ নারীদের সুরক্ষা প্রসঙ্গে বিশেষ আয়াত (যেমন, ৩৩ নং আয়াত) নাজেল করা হয়। অর্থাৎ অবৈধ সংসর্গ বা যেনার (ধর্ষণ) বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য বোরখা বা 'জিলবাব' ইসলামে সেসময়ের একটি বিশেষ প্রচেষ্টা ছিল মাত্র। ইসলামে 'বোরখা' জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার কোনও বিষয় ছিল না। ফাতিমা মারনিসির 'উইমেন এন্ড ইসলাম', 'বিয়ন্ড দ্যা ভেইল' গ্রন্থে এ বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে সেসময়কার আরবের দাস নারীদের বিরূপ সামাজিক পরিস্থিতিতে বোরখা গ্রহণের মধ্যে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সুপর্ণা মুকুটির বেগম রোকেয়া হয়ে বোরখার আশ্রয় গ্রহণ অনেকটা সাদৃশ্য পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে।

আসলে লেখক আবুল বাশার মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থান সন্ধান করেছেন নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে। পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে যে, -

> "Woman must be regarded as equal to man and must, therefore, shed the remaining shackles that impede her free movement, so that she might take a constructive and profound part in the shaping of life."[১৩]

অর্থাৎ নারীকে অবশ্যই পুরুষের সমান হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং তাঁর মুক্ত চলাফেরাতে বাধাগ্রস্তকারী শেকলগুলোকে অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে, যাতে সে জীবন-সমাজ গঠনে অংশ নিতে পারে। কিন্তু মুসলমান সমাজে প্রচলিত কিছু কালাকানুন নারীর জীবনকে বহমান জীবন থেকে কেমন ছিন্ন করে দেয় তার পরিচয় আমরা পেয়েছি উপরোক্ত উপন্যাসের আখ্যানের প্রতিবেদনে। রক্ষণশীল গোঁড়া মুসলিম পুরুষেরা নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী ইসলামের নিয়ম-নীতি প্রতিষ্ঠা করেছে নারীকে বধ করার জন্য এবং নারীদের ভ্রান্ত শরিয়তি আইনের ভয় দেখিয়ে পোষ মানিয়েছে। মুসলিম নারীবাদী লেখিকা Margot Badran বলেছেন, -

> "Derives its understanding mandate from the Quran, seeks rights and justice for women and for men in the totality of their existence."[১৪]

অর্থাৎ, মুসলিম সমাজ এবং রাজনীতিবিদেরা ইসলামকে দুর্নীতিগ্রস্ত করেছে পুরুষের নিজস্ব ভুবনকে সুরক্ষিত রাখার জন্য। পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তারা মুসলিম সমাজকে এবং মুসলিম সমাজের নারীকে শাস্ত্রীয় অপব্যাখ্যা করে ভয় দেখিয়েছে, যাতে নারীসমাজকে দমিয়ে রাখতে পারে। অর্থাৎ ধর্মীয় প্রথার অপব্যাখাই নারীর জীবন দুর্বিষহ হবার মূল কারণ। আবুল বাশার সেই দিকটিকেই তুলে ধরেছেন তাঁর আলোচ্য উপন্যাসে। আর যে-কোনো ধর্মের ঊর্ধ্বে মানুষের নিষ্পাপ প্রেম-ভালোবাসা ও মানবতার ধর্মই যে মূল এই সামাজিক বার্তা প্রদান করে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

Reference:

১. আবুল, বাশারের মুখোমুখি, বইয়ের দেশ, জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯ সংখ্যা, পৃ. ১০৮
২. চক্রবর্তী, সুদেষ্ণা, বিগত তিন চার দশকে বাংলা উপন্যাসের কয়েকটি ধারা, কোরক, ১৯৯৭, পৃ. ৩৮
৩. বাশার, আবুল, একটি কালো বোরখার রহস্য, ভাষাচিত্র, ২০১৫, পৃ. ১৩
৪. তদেব, পৃ. ১৪
৫. তদেব, পৃ. ২২
৬. তদেব, পৃ. ২৬

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 229 - 235
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৭. তদেব, পৃ. ৪৫
৮. তদেব, পৃ. ১
৯. তদেব
১০. তদেব
১১. তদেব, পৃ. ২৭
১২. তদেব, পৃ. ২৭
১৩. Ahmed, Leila. Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate. Yale University Press, 1992, P. 209-210
১8. Badran, Margot. Feminism in Islam : Secular and Religious Governances. One World, 2009, P. 242